বংশধারা (شجرة النسب)

তাঁর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে ঊর্ধ্বতন পুরুষ ‘আদনান পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারু কোন দ্বিমত নেই। এর উপরে ২য় ভাগে ‘আদনান থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে ইবরাহীম (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত ১৯টি স্তর।[1] সর্বমোট ৮২টি স্তর। যেখানে নাম ও স্তরের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা নিম্নে ‘আদনান পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করলাম। যেখানে কোন মতভেদ নেই এবং

এতেও কোন মতভেদ নেই যে, ‘আদনান নবী ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন’।[2]

(১) মুহাম্মাদ বিন (২) আব্দুল্লাহ বিন (৩) আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন (৪) হাশেম বিন (৫) ‘আবদে মানাফ বিন (৬) কুছাই বিন (৭) কিলাব বিন (৮) মুররাহ বিন (৯) কা‘ব বিন (১০) লুওয়াই বিন (১১) গালিব বিন (১২) ফিহর (লকব কুরায়েশ) বিন (১৩) মালেক বিন (১৪) নাযার বিন (১৫) কিনানাহ বিন (১৬) খুযায়মা বিন (১৭) মুদরেকাহ বিন (১৮) ইলিয়াস বিন (১৯) মুযার বিন (২০) নিযার বিন (২১) মা‘দ বিন (২২) ‘আদনান।[3]

এর মধ্যে পরদাদা হাশেম-এর নামে হাশেমী গোত্র এবং দ্বাদশতম পুরুষ ফিহর যার উপাধি ছিল কুরায়েশ, তাঁর নামানুসারে ‘কুরায়েশ’ বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুরায়েশ অর্থ তিমি মাছ। যা হ’ল সাগরের বৃহত্তম ও অপরাজেয় প্রাণী (বায়হাক্বী, দালায়েল ১/১৮১ পৃঃ)। ইয়ামনের বাদশাহ হাসসান মক্কা আক্রমণ করে কা‘বা উঠিয়ে নিজ দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ফিহর তাকে যুদ্ধে হারিয়ে তিন বছর বন্দী করে রাখেন। অতঃপর মুক্তি দেন। হাসসান ইয়ামনে ফেরার পথে রাস্তায় মারা যান। এই ঘটনার পর থেকে ফিহর ‘আরবের কুরায়েশ’ (قُرَيْشُ الْعَرَبِ) বলে খ্যাতি লাভ করেন’।[4]

ইবনু কাছীর বলেন, আরবদের সকল গোত্র ‘আদনানে এসে জমা হয়েছে। যেকারণে আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ‘তুমি বল, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা, কেবল আত্মীয়তাসূলভ ভালবাসা ব্যতীত’... (শূরা ৪২/২৩)। উক্ত আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ‘কুরায়েশদের এমন কোন গোত্র ছিল না, যার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। অতএব নাযিল হয়, তোমরা কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ’।[5]

[1]. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম ৪৮-৪৯ পৃঃ; সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২৫-৩১ পৃঃ; ইবনু হিশাম ১/১-৪; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/৭০ পৃঃ।-

-الْجُزْءُ الْأَوَّلُ : هُوَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ- اسْمُه شَيْبَةُ بْنِ هَاشِمٍ- اسْمُه عَمْرُو- بْنِ عَبْدِ مَنَافِ- اسْمُه الْمُغِيرَةُ- بْنِ قُصَيٍّ- اسْمُه زَيْدُ- بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ- الْمُلَقَّبُ بِقُرَيْشٍ- بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ- اسْمُه قَيْسٌ- بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة ِ بْنَ مُدْرِكَةَ- اسْمُه عَامِرُ- بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَبْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ- (زاد المعاد لابن القيم ১/৭০، الرحيق المختوم ص ৪৮)- سيرة ابن هشام ১/১-২،

الْجُزْءُ الثَّانِيُ : ما فوق عدنان، هو بْنُ أُدِّ- او أُدَدُ- بن هَمَيْسَع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن أُبَيّ بن عَوَّام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سَنْبَر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعويِ بن عيض بن ديشان بن عِيْصَر بن أَفْنَاد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مَزِّي بن -عوضة بن عَرَّام بن قَيْدَار بن إِسْمَاعِيْلُ بن إِبْرَاهِيْمُ عليهما السلام

قد جمع العلامة محمد سليمان المنصور فوري هذا الجزء من) النسب برواية الكلبي وابن سعد بعد تحقيق دقيق. انظر رحمة وفيه اختلاف كبير بين ١٩، ١٦، ١٥، ١8 /٢ للعالمين -(8٧ الرحيق) .المصادر التاريخية

-الْجُزْءُ الثَّالِثُ : ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح

واسمه آزر- بن ناحور بن ساروع- أو ساروغ- بن راعو بن فَالَخ

بن عابر بن شالخ بن أَرْفَخْشَد بن سام بن نوح- عليه السلام- بن

لامك بن مَتَوَشْلَخ بن أخنوخ- يقال هو إدريس عليه السلام- ابن

يَرْد بن مَهْلائيل بن قَيْنَان بن يَانِشَ بن شِيْث بن آدم عليهما

السلام- (ابن هشام ١/ ٢، ٣، 8، ص تلقيح فهوم أهل الأثر ٦،

ورحمة للعالمين ٢/ ١٨ خلاصة السير للطبري ص ٦،

واختلفت هذه المصادر في تلفظ بعض هذه الأسماء، وكذا سقط من

بعض المصادر بعض الأسماء- (حاشية الرحيق 8٩-١)

[2]. যাদুল মা‘আদ ১/৭০; ইবনু কাছীর, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩ পৃঃ।

[3]. বুখারী, ‘আনছারদের মর্যাদা’ অধ্যায়, ২৮ অনুচ্ছেদ ‘নবী (ছাঃ)-এর আগমন’।

প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বংশধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে ‘আদনান পর্যন্ত

উল্লেখ করার পর উপরের স্তরসমূহের ব্যাপারে চুপ থাকতেন এবং বলতেন, كَذَبَ النَّسَّابُونَ ‘বংশবিদরা মিথ্যা বলেছে’ (আর-রাহীক্ব ২০ পৃঃ)। বর্ণনাটি ‘মওযূ’ বা জাল (আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১১১)।

[4]. মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২/৫৯ পৃঃ।

[5]. বুখারী হা/৩৪৯৭; ইবনু কাছীর, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩ পৃঃ।